ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 174 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ৩৩০ ● কলকাতা ● ২২ অগ্রহায়ন, ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 137

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

অজান্তেই মানুষ যদি চিত্তের ভিতরে কিছু ভরে রাখে সেটাই তার স্বপ্নের মধ্যেও দেখা দেয়। কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে যা দেখা যায়, তা চিত্তের অনেক কথার মিশ্রণ হয়। সেইজন্য জীবনের আলাদা আলাদা ঘটনাচক্র মিলে স্বপ্ন নির্মাণ হয়।"

"মানুষ নিজের চিত্তশুদ্ধি ভাল চিত্তশক্তিযুক্ত মানুষের সামুহিকতার সান্নিধ্যে থেকে করতে পারে। ক্রমশঃ

উন্নয়নেই জোর নবান্নের, জেলাগুলিকে নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্যে ভোটের আবহ ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ধর্মের রাজনীতির বদলে উন্নয়নকেই সামনে রাখতে চাইছে রাজ্য সরকার। সেই লক্ষ্যেই নবান্ন থেকে সব উন্নয়ন কাজ দ্রুত শেষ করার কড়া নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই সব জেলাকে মানুষের প্রাথমিক চাহিদা পূরণের জন্য প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে। বাংলার বাড়ি, রাস্তা, জল সংযোগ, স্বাস্থ্য পরিকাঠামো, সব উন্নয়নমূলক কাজে গতি আনতেই এই উদ্যোগ। এই কাজগুলির নজরদারির জন্য মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ১৩ জনের একটি পর্যবেক্ষক

এরপর ৩ পাতায়

পরিশুদ্ধ পানীয় জলাধার শুভাআরম্ভ

পার্থ ঝা,রোজদিন মালদা

এলাকার বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ।সোমবার দুপুর নাগাদ পানীয় জলাধার এর কাজের শুভাআরম্ভ করা হয়। এদিন মালদার মানিকচকের রামনগর এলাকায় ফিতা কেটে, নারিকেল ফাটিয়ে কাজের সূচনা করলেন মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতি সদস্য প্রসেনজিৎ মন্ডল এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা।পানীয় জলাধার পেয়ে খুশি গ্রামবাসীরা।জানা গেছে মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতি তহবিল থেকে পঞ্চদশ অর্থবর্ষের প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ্য টাকা ব্যয় করে পানীয় জলাধারটি নির্মাণ করা হবে। এবিষয়ে মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতি সদস্য প্রসেনজিৎ মন্ডল জানান, রামনগর এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে পরিশুদ্ধ পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। তাই আজ পরিশুদ্ধ পানীয় জলাধার এখানে নির্মাণ করা হবে। যার ফলে উপকৃত হবে গোটা এলাকার সাধারণ মানুষ।

গীতাপাঠের মঞ্চে মন্তব্য বোসের, প্রকাশ্য বিবৃতিতে সংশোধনের দাবি কুণালের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতার বুকে সংঘ ঘনিষ্ঠ সংগঠনের আয়োজিত ৫ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের আসর থেকে রাজনৈতিকভাবে বিজেপি কতটা ফায়দা তুলতে পারবে, তা তো সময়ই বলবে। তবে রবিবার এই আসরে একাধিক ঘটনা নজর কেড়েছে। তার মধ্যে অন্যতম রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের উপস্থিতি এবং মঞ্চে গীতাপাঠে অংশগ্রহণ।সোমবার এক ভিডিও বার্তায় কুণাল ঘোষের বক্তব্য, "গতকাল (রবিবার) গীতাপাঠের আসরে বিজেপি নেতাদের সামনে রাজ্যপাল বলেছেন যে হিন্দি রাষ্ট্রভাষা। আমি তার তীব্র প্রতিবাদ করছি। মাননীয় রাজ্যপালের জানা উচিত, ভারতবর্ষে কোনও রাষ্ট্রভাষা নেই। সংবিধানের অষ্টম তফসিলে ২২ টি ভাষা আছে, যাদের সমান সম্মান ও গুরুত্ব আছে। তার মধ্যে কোনওটা রাষ্ট্রভাষা নয়, সরকারের কাজ চালানোর ভাষা। তার মধ্যে হিন্দি আছে। দেবনাগরী অক্ষরে লেখা। কিন্তু তা কোনওভাবেই রাষ্ট্রভাষা নয়। বড়জোর কাজ চালাতে ব্যবহার হতে পারে। সে তো ইংরাজিও ব্যবহার হয়। কিন্তু হিন্দি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা – এটা কখনও বলা যাবে না। বাংলার রাজ্যপাল, প্রাক্তন আইএএস – এত বড় একজন, তাঁর কাছ থেকে এই ভুল প্রত্যাশিত নয়। এনিয়ে একটা সংশয় তৈরি হতে পারে – কোনটা রাষ্ট্রভাষা আর কোনটা সরকারি কাজের জন্য স্বীকৃত ভাষা। আবার বলছি, ভারতের কোনও রাষ্ট্রভাষা নেই। এগুলো সবই কাজের ভাষা, স্বীকৃত ভাষা। সব ভাষার সমান মর্যাদা আছে। আমি আশা করি, উনি যে এত বড় ভুল বললেন, প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে এই ভুল সংশোধন করে নেবেন।"সেখানেই তিনি হিন্দিকে 'রাষ্ট্রভাষা' হিসেবে মন্তব্য করেছেন। এর সঙ্গে মা ও ধাত্রী মায়ের তুলনাও করেছেন। এর তীব্র বিরোধিতা করেছেন তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। তাঁর দাবি, "হিন্দি রাষ্ট্রভাষা নয়। ভারতের কোনও রাষ্ট্রভাষা নেই। উনি ভুল বলেছেন। প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে সেই ভুল সংশোধন করবেন, এটা আমরা আশা করি।"

রবিবার গীতাপাঠের আসর থেকে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ ঘোষ বলেছিলেন, "আমি হিন্দিতে কথা বলার চেষ্টা করব। ভুল হলে ক্ষমা করবেন। হিন্দি আমাদের রাষ্ট্রভাষা। রাষ্ট্রভাষা মা হয়। ইংরেজি দাইমা বা ধাত্রী মা। দাইমা কখনওই মায়ের মতো হয় না।" তাঁর এহেন মন্তব্যের কঠোর সমালোচনা করেছেন কুণাল ঘোষ। ভাষাকে মা ও ধাত্রী মায়ের সঙ্গে তুলনা করে তিনি কাকে অপমান করলেন? সেই প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক।

হুমায়ুন কবীরকে কারা টাকার পাহাড় জোগাচ্ছেন, জানতে তদন্ত শুরু কেন্দ্রীয় আর্থিক গোয়েন্দাদের

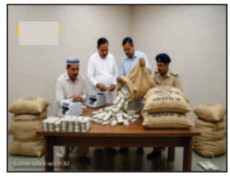

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বহরমপুর: হুমায়ুন কবীরের প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদের জন্য টাকার পাহাড়। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে চলছে টাকা গোনা। টাকা গোনার জন্য আনা হয় মেশিন। ব্যাংকের মাধ্যমে প্রথম দিনেই টাকা জমা পড়েছে পাঁচ কোটি এক লক্ষ টাকা। এবার ব্যাংকের মাধ্যমে নয় বিভিন্ন ব্যক্তি এসে নাম পরিচয় গোপন রেখে টাকা দিয়ে যাচ্ছেন।রবিবার নিজে হাতে ইট নিয়ে সেখানে হাজির হয়েছিলেন। যত সময় যাবে ঐ ট্রাঙ্কের সংখ্যা আরো বাড়বে। এই এত বিপুল পরিমাণ টাকা কারা দিচ্ছেন জানতে মরিয়া গোয়েন্দারা।মুর্শিদাবাদের সঙ্গে বীরভূম, মালদাতেও 'বাবরি' মসজিদ? বীরভূম ও মালদাতেও 'বাবরি' মসজিদ তৈরির প্রস্তাব এসেছে। রামপুরহাট, সিউড়ি থেকে কিছু লোক এসে অনুরোধ করেছেন। মালদা থেকেও অনেকে যোগাযোগ করেছেন, দাবি হুমায়ুনের। বীরভূম, মালদায় 'বাবরি' মসজিদের প্রস্তাব বিবেচনার আশ্বাস হুমায়ুন কবীরের।মুর্শিদাবাদের বাবরি মসজিদ হেলিপ্যাড, হোটেল, স্কুল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়তে ৩০০ কোটির প্রয়োজন। প্রথমটা ভেবেছিলেন এই বিপুল পরিমাণ টাকা পেতে কাল ঘাম ছুটবে। কিন্তু যেভাবে টাকা চার দিক থেকে আসতে শুরু করেছে তাতে হুমায়ুনের

এরপর ৫ পাতায়

(১ম পাতার পর)

উন্নয়নেই জোর নবান্নের, জেলাগুলিকে নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

দলও গঠন করা হয়েছে। সব মিলিয়ে, ভোটের আগে রাজ্যের উন্নয়ন কাজ শেষ করাই এখন নবান্নের প্রধান লক্ষ্য। উন্নয়নকে হাতিয়ার করেই নির্বাচনের ময়দানে নামতে চাইছে মমতার সরকার ।উন্নয়নের পাঁচালী প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ।সম্প্রতি গত ১৫ বছরে সরকারের কাজের হিসাব তুলে ধরে 'উন্নয়নের পাঁচালি' প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ।তাঁর নির্দেশ, এই উন্নয়ন শুধু বইয়ে নয়, বাস্তবে যেন রাজ্যের প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছয়। কোনও বাড়ি যেন উন্নয়নের বাইরে না থাকে, সে দিকেই জোর দেওয়া হয়েছে।

নবান্ন সূত্রে জানা গেছে, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাকি থাকা সব উন্নয়ন প্রকল্প শেষ করতেই এখন প্রশাসনের উপর চাপ বাড়ানো হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, এসআইআর সংক্রান্ত কাজ চলবে, কিন্তু তাতে সাধারণ মানুষের কোনও কাজ বা পরিষেবা যাতে বন্ধ না হয়, সেদিকে নজর রাখতে হবে। 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' শিবিরের মাধ্যমে মানুষের সমস্যা গুরুত্ব দিয়ে শুনতে ও দ্রুত সমাধান করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে পানীয় জল, রাস্তাঘাট, রাস্তার আলো, বাংলার বাড়ি, সেতু নির্মাণ ও সংস্কারের কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করার কথা বলা হয়েছে।ভোটের আগেই অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করার জন্য টার্গেট বেঁধে দিয়েছে নবান্ন। সেই কারণেই 'পথশ্রী' প্রকল্পের দরপত্র গ্রহণের জন্য একটি নতুন পোর্টাল চালু করা হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে। এখন থেকে এই পোর্টালের মাধ্যমেই পথশ্রী প্রকল্পের টেন্ডার নেওয়া হবে। নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, উন্নয়নের পাঁচালি ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' এবং 'পথশ্রী', এই দুই প্রকল্পে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। কাজ দ্রুত শেষ করতে জেলা প্রশাসনকে আলাদা করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

লেখা আহ্বান

অবলাদের কথা

নিয়মাবলী

লেখা ইউনিকোডে পাঠাতে হবে

লেখা পাঠান:9038375468/ +91 79805 39456

সম্পাদিকা: অঙ্কিতা মৈত্র ও ড.সোহিনী চক্রবর্তী

লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ : ৩০/১২/২০২৫

কবিতা: সর্বাধিক ২৪ লাইন
অনুগল্প:৩৫০ শব্দ
গল্প:৬০০ শব্দ
গবেষণা মূলক আলোচনা:৮০০ শব্দ
নির্যাতন ও আইন,
পোষ্যদের/পশু-পাখিদের রোগব্যাধি,স্মৃতি
রম্যরচনা,
চিঠি,
ফটোগ্রাফি,অঙ্কন

নির্বাচিত লেখকদের মেমেন্টো এবং সার্টিফিকেট দিয়ে সম্মাননা জানানো হবে বইটির একটি কপি কেনার অনুরোধ রইল কারণ সৌজন্য মূল্যটি অবলা পথ-পশুদের কল্যাণে ব্যবহৃত হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : শিল্প সৃজন পরিষদের পক্ষ থেকে পোষ্য অবলাদের নিয়ে এটি প্রথম কাজ। এই সংকলনটি পূর্বে প্রকাশিত পোষ্য/অবোলাদের নিয়ে যা যা সংকলন আছে তার কোনো সংকলনে সাথে এটি যুক্ত নয়। এটি একটি স্বতন্ত্র সংকলন

২০২৬ সালের আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় প্রকাশিত হতে চলেছে এক বিশেষ গ্রন্থ, যার কেন্দ্রবিন্দু–আমাদের প্রিয় পোষ্য অবলারা। এই বইতে কলম ধরেছেন স্বনামধন্য কবি-সাহিত্যিক, সাধারণ পশুপ্রেমী মানুষ, এমনকি পশুচিকিৎসক ও আইনজীবী–অর্থাৎ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ, যাঁদের হৃদয়ে প্রাণীদের প্রতি গভীর মমতা ও দায়বদ্ধতার অনুভব।

গ্রন্থটি শুধু সাহিত্য নয়, বহন করছে মানুষ ও পোষ্যের সহাবস্থান, ভালবাসা, দায়িত্ববোধ এবং অধিকার সচেতনতার এক অনন্য বার্তা। তাই এটি সাধারণ পাঠক থেকে নিবেদিত প্রাণ পশুপ্রেমী– সবাইয়ের মনেই বিশেষ সাড়া ফেলবে বলে প্রত্যাশা।

আপনিও যদি এই নিষ্পাপ অবলাদের নিয়ে কিছু লিখতে চান, তাহলে শীঘ্রই লেখা পাঠিয়ে দিন :৯০৩৮৩৭৫৪৬৮ নম্বরে।

বিধানসভা নির্বাচনে কারা টিকিট পাবেন? তৃণমূলের অন্দরে গড়ে উঠছে টানটান তালিকা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এখন থেকেই কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে রাজনৈতিক দলগুলি। ইতিমধ্যেই জেলা সফর শুরু করে দিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এবার বিধানসভা নির্বাচনে কারা টিকিট পাবেন আর কারা পাবেন না তা নিয়ে তালিকা তৈরি করা হচ্ছে।এছাড়া অন্যান্য সংগঠন থেকে উঠে আসা নতুন প্রজন্মের নেতা-নেত্রীরা টিকিট পেতে পারেন বলে সূত্রের খবর। বিশেষ করে যাঁরা ভাল বক্তব্য রাখেন এবং এলাকায় অত্যন্ত পরিচিত মুখ। তবে মনে রাখতে হবে এক্ষেত্রেও মানদণ্ড 'ক্লিন ইমেজ'। তার সঙ্গে এলাকায় কাজের খতিয়ানও দেখা হবে। মাঠে-ময়দানে মানুষের পাশে কতটা সক্রিয় থেকেছেন নেতা-নেত্রীরা সেটা দেখা হবে। এই সমস্ত কিছু দেখেই টিকিটের তালিকায় নাম উঠবে বলে জানা গিয়েছে। এখন দেখার তৃণমূল কংগ্রেস কাদের টিকিট দিয়ে বাজিমাত করে।যার নেতৃত্বে আছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি রাজ্য নেতাদের সঙ্গে কথা বলে সেই তালিকা তৈরি করছেন বলে সূত্রের খবর। এই খবর বিধায়ক এবং রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্যরা

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

মোদির মুখে 'বঙ্কিমদা', তৃণমূলের আপত্তিতে ভুল শুধরে 'বাবু' বললেন প্রধানমন্ত্রী

সংসদে 'বন্দে মাতরম' আলোচনায় গানের রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে 'বঙ্কিমদা' বলে সম্বোধন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। এই ঘটনায় তীব্র আপত্তি জানাল তৃণমূল। আপত্তির জেরে, ভাষণের মাঝেই ভুল শুধরে শেষে 'বন্দে মাতরম'-এর স্রষ্টাকে 'বঙ্কিম বাবু' বলে সম্বোধন করলেন মোদি।এদিকে লোকসভায় বন্দে মাতরম নিয়ে আলোচনা শুরু আগে বার্তা দেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "হোক আলোচনা, আমাদের কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু এটা জেনে রাখা দরকার, বন্দে মাতরম পুরো গানটা নয়, শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নির্বাচন করে দেওয়া অংশই এখন আমাদের জাতীয় স্তোত্র। সেটা নিয়েই আমরা আলোচনা করব। বিজেপি অনেক কিছু জানে না। এটা আমি জানি, তাই বললাম।"জাতীয় গান 'বন্দে মাতরম' রচনার ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সোমবার সংসদ অধিবেশনের শুরুতে 'বন্দে মাতরম'-এর উপর বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই গানের ইতিহাস তুলে ধরার পাশাপাশি স্বাধীনতা আন্দোলনে এই গীতের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তবে শুরু থেকে নিজের ভাষণে 'বন্দে মাতরম'-এর রচয়িতা বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে 'বঙ্কিমদা' বলে উল্লেখ করছিলেন মোদি। এতেই আপত্তি তোলেন তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। বার তিনেক আপত্তির পর সৌগতর কথা পৌঁছয় মোদির কানে। দমদমের সাংসদ বলেন, 'অন্তত বাবু বলুন।' সঙ্গে সঙ্গে ভাষণ থামান মোদি। ভুল শুধরে তিনি বলেন, "আপনার ভাবনাকে আমি সম্মান করি। বঙ্কিমদা বলা আমার ভুল। ওনাকে 'বঙ্কিমবাবু' বলছি।" পাশাপাশি সৌগতকে দাদা সম্বোধন করে ধন্যবাদ জানিয়ে খানিক মশকরার সুরে মোদি বলেন, "আপনাকেও তো দাদা বলেই সম্বোধন করি।" এরপর থেকে পুরো ভাষণে 'বন্দে মাতরম'-এর রচয়িতাকে বঙ্কিমবাবু বলেই উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।এদিনের ভাষণে বন্দে মাতরম প্রসঙ্গে কংগ্রেসকে একহাত নেন প্রধানমন্ত্রী। অভিযোগ করেন, "এই গান শক্তির মন্ত্র দিয়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামে গোটা দেশের অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছিল বন্দে মাতরম। তবে দুর্ভাগ্য, ১৯৩৭ সালে বন্দে মাতরমের গুরুত্বপূর্ণ স্তবক, যা গানটির প্রাণ, সেগুলো সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বন্দে মাতরমের ওই বিভাজন দেশভাগের বীজ বপন করেছিল।" প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আজকের প্রজন্মের জানা উচিত জাতি গঠনের এই 'মহামন্ত্র'-এর সঙ্গে কেন এই অবিচার করা হয়েছিল। এই বিভাজনমূলক মানসিকতা এখনও দেশের জন্য চ্যালেঞ্জ।" প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, "সরকার বন্দে মাতরমের মাহাত্ম্যকে পুনরুদ্ধার করতে চায়।" এরপর বন্দে মাতরমের ওই 'বাদ পড়া' অংশ লোকসভায় পাঠ করেন মোদি।

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(ত্রিশতম পর্ব)

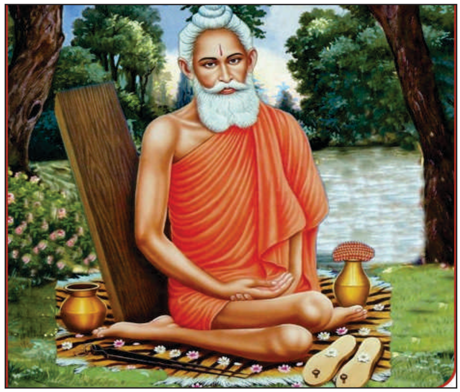

ধারণাকে নিয়ে আসে। এগুলো ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে আসতে পারে, (যেমন স্বপ্ন, দিবাস্বপ্ন এবং আরও অনেক ধরণের কল্পনা) তেমনি একটি সমাজেও প্রভাব বিস্তার করে ফেলতে পারে। মানুষ যতদিন পৃথিবীতে তাদের টিকে থাকা নিয়ে সচেতন থাকবে হয়ত ততদিন তারা তাদের চারপাশের সকল বস্তুকে নিয়ে আনমনেই এই ধরণের অবাস্তব ধারণা তৈরি

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

লিচপিট নির্মাণে দুর্নীতি, তৃণমূল-কংগ্রেস যোগসাজশে ফুঁসছে গ্রামবাসী এনায়েতপুরে জলশোষণ ট্যাঙ্কি কেলেঙ্কারি, সরকারি টাকায় ভেজাল কাজ

পার্থ ঝা, মানিকচক

লিচপিট বা জলশোষণ ট্যাঙ্কি নির্মাণে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল এনায়েতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সেখপুরা এলাকায়। সোমবার গ্রামবাসীরা কাজ বন্ধ করে সঠিক মানে নির্মাণের দাবিতে সরব হলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। স্থানীয়দের অভিযোগ—শাসক দল তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে যোগসাজশ করে কংগ্রেসের চার পঞ্চায়েত সদস্য নিজেদের এলাকার ৩৬টি লিচপিটে নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহার করে দুর্নীতি করছেন।সূত্রে জানা গেছে, প্রতিটি লিচপিট তৈরিতে প্রায় ৪৫ হাজার টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী ৮ ফুট গভীর গর্ত করে সাড়ে ছয় ফুট ব্যাসের গোলাকার লিচপিট নির্মাণ করার কথা। সেখানে মানসম্মত ইট, সিমেন্ট এবং ১২ এমএম লোহার রড ব্যবহার বাধ্যতামূলক। কিন্তু অভিযোগ, এই নিয়মের বরখেলাপ করে কম গভীর গর্ত খনন, নিম্নমানের ইট ও বাঁশের বাতা দিয়ে ঢালাই করা হচ্ছে।

এরপর ৬ পাতায়

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

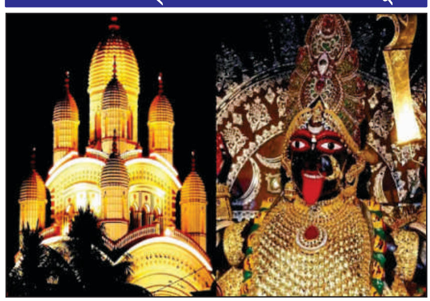

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কাপড়ে আঁকা প্রাচীরচিত্র প্রচুর নেপাল ও তিব্বতে পাওয়া যায়।" (বিনয়তোষ ৪৫)।

বৈরোচন কুলের মুখ্য দেবী হলেন মারীচী। এছাড়া চুন্দা (তিনি পালসম্রাট গোপালের উপাস্য মাতৃকা ছিলেন, তারনাথ বলে গেছেন)।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

(২ পাতার পর)

হুমায়ুন কবীরকে কারা টাকার পাহাড় জোগাচ্ছেন, জানতে তদন্ত শুরু কেন্দ্রীয় আর্থিক গোয়েন্দাদের

নিজেরই ঘুম ছুটে গিয়েছে। শুধু মুর্শিদাবাদ কেন, এবার তিনি সংখ্যালঘুদের জেলাগুলিতে একাধিক মসজিদ সহ অনেক কিছুই নিমিষে তৈরি করতে পারবেন এরকম আত্মবিশ্বাস এসে গেছে তার মধ্যে।সৌজন্যে ট্রাঙ্ক ট্রাঙ্ক ভর্তি নগদ টাকা। সেই টাকা কালো না সাদা এসব দেখার এখন আর সময় নেই ভরতপুরের বিধায়কের। মুসলমানদের আবেগকে সামনে রেখে ছুটন্ত বাঘের পিঠে চেপে বসেছেন হুমায়ুন কবীর। তবে পিছু ছাড়তে নারাজ গোয়েন্দারা। তারা এবার ছোট শুরু করলেন টাকার উৎস জানতে।১০০ ,২০০, ৫০০ টাকার নোট বান্ডিল বান্ডিল আসছে।প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদের জন্য জমা পড়া টাকা গুনতে আনা হয়েছে মেশিন। হুমায়ুন কবীরের রেজিনগরের বাড়িতে আনা হয়েছে টাকা গোনার মেশিন। টাকা ভর্তি ১১টি ট্রাঙ্ক । যত সময় যাবে ঐ ট্রাঙ্কের সংখ্যা আরো বাড়বে। এই এত বিপুল পরিমাণ টাকা কারা দিচ্ছেন জানতে মরিয়া গোয়েন্দারা। একাধিক টিম গঠন করে হুমায়ুন কবীরের বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার জন্য যে ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে তার ওপর নজরদারি শুরু হয়েছে।

গোয়েন্দাদের একটি সূত্র জানতে পেরেছে সুদূর তুরস্ক থেকে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ ঘুরে টাকা আসছে মুর্শিদাবাদে। বিভিন্ন চোরা চালানোর সঙ্গে যুক্ত যে সকল গ্যাং রয়েছে তাঁরাও নাকি ধর্মপ্রাণ হয়ে টাকা পাঠাচ্ছেন। কি উদ্দেশ্যে হঠাৎ সবাই মসজিদ গড়তে টাকা দিচ্ছেন তা জানতে চান গোয়েন্দারা। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের কাছে সূত্র মারফত খবর এসেছে, উত্তর দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং বিহারের একটি বড় অংশ নিয়ে বেশ কিছু পাচারকারী চক্র একটি বড় মুক্তাঞ্চল গড়তে চাইছে। এর পেছনে বাংলাদেশের একাধিক জঙ্গি সংগঠন গুলির সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। পাকিস্তানের মদত রয়েছে মুর্শিদাবাদের এই বাবরি মসজিদের স্থাপনের পেছনে ইন্ধন যোগানোর।এদিকে, মুর্শিদাবাদে একাধিক ট্রাঙ্কে থাকা টাকা গোনার জন্যই আনা হয়েছে টাকা গোনার মেশিন। টাকা গুনতে ৩০ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে বলে খবর। শুধু QR কোড স্ক্যান করেই রবিবার জমা পড়েছে ৯৩ লক্ষ টাকা, দাবি হুমায়ুন কবীরের। শনিবার মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদের শিলান্যাস করেছেন হুমায়ুন কবীর।

চলতি মাসের শেষ দিকে ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন নেতানিয়াহু

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, তিনি চলতি মাসের শেষ দিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। তার দাবি, গাজা বিষয়ে ট্রাম্পের পরিকল্পনার দ্বিতীয় ধাপ খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

রবিবার জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রিডরিশ মের্ৎসের সঙ্গে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে নেতানিয়াহু বলেন, বৈঠকে শান্তির সম্ভাবনা এবং গাজা উপত্যকায় ফিলিস্তিনি সংগঠন হামাসের শাসন সমাপ্তির বিষয়টি আলোচনায় আসবে।

তিনি জানান, গাজা নিয়ে দুই বছর ধরে চলা যুদ্ধ শেষ করতে ট্রাম্পের পরিকল্পনার পরবর্তী ধাপ নিয়ে আলোচনা চলমান। ওই

এরপর ৬ পাতায়

বাংলায় আরও পাঁচ অবজারভার পাঠাচ্ছে কমিশন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্যজুড়ে চলছে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন। সংশোধনের মূল কারণ ভোটার তালিকায় 'ভুত' খুঁজে বের করা। এবার সেই কাজে বিশেষ অবজারভার হিসেবে রাজ্যে আসছেন পাঁচ আধিকারিক। কমিশনের নির্দেশে এসআইআরের কাজের শেষ দিন পর্যন্ত রাজ্যে থাকবেন তাঁরা। তাহলে কি এসআইআর প্রক্রিয়ার পরেও তালিকায় থেকে যাচ্ছে 'ভুত', প্রশ্ন উঠছে রাজনৈতিক মহলে। অন্যদিকে, কিছু মাস আগেই চার আধিকারিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা ইস্যুতে সপ্তমে নবান্ন বনাম কমিশন সংঘাত। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে দিল্লিতে ডেকে 'প্রবল চাপ' দেয় জাতীয় নির্বাচন কমিশন। সম্প্রতি ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্তকরণে কারচুপির অভিযোগ ওঠে ৪ আধিকারিকের বিরুদ্ধে। তাঁরা হলেন বারুইপুর পূর্ব (১৩৭) বিধানসভা কেন্দ্রের ইআরও দেবোত্তম দত্ত চৌধুরী, সহকারী এইআরও তথাগত মণ্ডল, ময়নার ইআরও বিপ্লব সরকার, এইআরও সুদীপ্ত দাস এবং ডেটা এন্ট্রি অপারেটর সুরজিৎ হালদার। এই ৪ আধিকারিককে সাসপেন্ড করে তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের নির্দেশ দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন।জানা

এরপর ৬ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী
এবার থেকে
ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
রোজদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে
কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)
Mobile : 9564382031

(৫ পাতার পর)

বাংলায় আরও পাঁচ অবজারভার পাঠাচ্ছে কমিশন

গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রের মুঠো আরও শক্ত করতে চলেছে কমিশন। সেই উদ্দেশে রাজ্যে আসছেন পাঁচ বিশেষ অবজারভার। পাঁচ আধিকারিকই যুগ্ম সচিব পর্যায়ের আইএএস আধিকারিক। তাঁরা এখানে এসে বিভিন্ন ডিভিশনের দায়িত্ব নেবেন। কয়েকটি জেলা নিয়ে তৈরি হবে একটি করে ডিভিশন। এই পাঁচ আধিকারিককে স্পেশাল রোল অবজারভার বলছে কমিশন। কমিশন জানিয়েছে এই বিশেষ আধিকারিকরা গণনা, নোটিস এবং চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ এই প্রতিটি পর্যায়ে কড়া নজরদারি চালাবেন তাঁরা।

কমিশন জানিয়েছে, প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের দায়িত্বে থাকবেন প্রতিরক্ষা দপ্তরের যুগ্ম সচিব কুমার রবিকান্ত সিং। মেদিনীপুর ডিভিশনের দায়িত্ব নেবেন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের যুগ্ম সচিব নিরজ কুমার বনসোড়। বর্ধমান ডিভিশনের দায়িত্বে থাকবেন তথ্য ও সম্প্রচার দপ্তরের যুগ্ম সচিব কৃষ্ণ কুমার নিরালা। অন্যদিকে, মালদা ডিভিশনের দায়িত্ব নেবেন অর্থ দপ্তরের যুগ্ম সচিব অলক তিওয়ারি। জলপাইগুড়ি ডিভিশনের দায়িত্বে থাকবেন গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের যুগ্ম সচিব পঙ্কজ যাদব।এই আধিকারিকদেরকে পাঠানো চিঠিতে কমিশন জানিয়েছে, তাঁদের মূল দায়িত্ব হবে যাতে কোনও যোগ্য ব্যক্তির নাম তালিকা থেকে বাদ না যায় তা দেখা। পাশাপাশি, নোটিশ দেওয়া, শুনানি সঠিকভাবে করানো এবং সর্বশেষ তালিকা প্রকাশ পর্যন্ত সব কাজে নজর থাকবে তাঁদের। কমিশন জানিয়েছে, এসআইআরের কাজের শেষ দিন পর্যন্ত বাংলায় থাকবেন এই পাঁচ আধিকারিক।

এসআইআর নিয়ে বার বার প্রশ্ন তুলেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এসআইআরের পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। এসআইআরের মাঝে একাধিক আবেদন, অভিযোগ নিয়ে জাতীয় নির্বাচন কমিশনে চিঠি পাঠিয়েছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিকাঠামো ছাড়া দ্রুততার সঙ্গে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজ করাটা বিএলও-দের জন্য পাহাড়প্রমাণ চাপের, বারবার একথা উল্লেখ করেছেন তৃণমূল নেত্রী। গত মাসের শেষে তৃণমূলের তরফে ১০ সদস্যের একটি টিম দেখা করে কমিশনের সঙ্গে।

(৫ পাতার পর)

চলতি মাসের শেষ দিকে ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন নেতানিয়াহু

পরিকল্পনায় ইসরায়েলি জিম্মিদের মুক্তি এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে গাজায় একটি অন্তর্বর্তীকালীন টেকনোক্র্যাট ফিলিস্তিনি সরকার গঠনের বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত।

নেতানিয়াহু বলেন, মাসের শেষে আমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করব, কীভাবে দ্বিতীয় ধাপটি নিশ্চিতভাবে বাস্তবায়ন করা যায়, সে বিষয়ে। তার দাবি, পরিকল্পনার প্রথম ধাপও শেষের দিকে।

গত ১০ অক্টোবর কার্যকর হওয়া গাজা যুদ্ধবিরতির পর সহিংসতা কিছুটা কমেছে, তবে পুরোপুরি থামেনি।

যুদ্ধবিরতি শুরুর পর হামাস এখন পর্যন্ত জীবিত ২০ ইসরায়েলি জিম্মি এবং ২৭ মরদেহ ফিরিয়ে দিয়েছে। এর বিনিময়ে ইসরায়েল প্রায় ২ হাজার ফিলিস্তিনি বন্দি ও আটক ব্যক্তিকে মুক্তি দিয়েছে। এখনও এক জিম্মির মরদেহ গাজায় রয়ে গেছে।

(৩ পাতার পর)

বিধানসভা নির্বাচনে কারা টিকিট পাবেন? তৃণমূলের অন্দরে গড়ে উঠছে টানটান তালিকা

জানতে পেরে এখন বেশ চাপে রয়েছেন।

এদিকে সূত্রের খবর, যাঁরা জেল খেটে বাইরে এসেছেন তাঁদের টিকিট দিতে নারাজ ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ। সেক্ষেত্রে বেশ কয়েকজন বাদ যাবেন বলে মনে করা হচ্ছে। বরং সেইসব জায়গায় নতুন মুখ আসতে পারে। যাঁরা সংগঠনে রয়েছেন। তবে একেবারে 'ক্লিন ইমেজ' ছাড়া টিকিট মিলবে না। নবীন-প্রবীণ মিলিয়ে 'ক্লিন ইমেজ' যাঁদের রয়েছে তাঁরাই এবার টিকিট পাবেন। তবে অনেক পুরনো বিধায়ক ও মন্ত্রীও টিকিট পাবেন। বিশেষ করে যাঁদের এখনও 'ক্লিন ইমেজ' রয়েছে। পার্থ চট্টোপাধ্যায়, মানিক ভট্টাচার্য, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, জীবনকৃষ্ণ সাহা-সহ বেশ কয়েকজন টিকিট পাবেন না। তবে এই তালিকা তৈরি হলেও শেষে সবটা দেখে সিলমোহর দেবেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া সিলমোহর নিয়ে যে তালিকা দলের কাছে যাবে তাঁরাই টিকিট পাবেন। এখন প্রাথমিকভাবে একটা তালিকা তৈরি করার কাজ চলছে বলে তৃণমূল সূত্রে খবর। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জায়গায় টিকিট পেতে পারেন শোভন চট্টোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই তিনি আবার দলে ফিরেছেন। নতুন দায়িত্ব পেয়েছেন। তবে এই নিয়ে এখনও তৃণমূল কংগ্রেসের কেউ মুখ খোলেননি। এরপরও যদি জেল খেটে আসা কোনও নেতা টিকিট পান তাহলে তার ব্যাখ্যা দেবে ঘাসফুল শিবির।

(৪ পাতার পর)

লিচপিট নির্মাণে দুর্নীতি, তৃণমূল-কংগ্রেস যোগসাজশে ফুঁসছে গ্রামবাসী এনায়েতপুরে জলশোষণ ট্যাঙ্কি কেলেঙ্কারি, সরকারি টাকায় ভেজাল কাজ

এনায়েতপুর অঞ্চল তৃণমূলের সহ-সভাপতিও গ্রামবাসীদের দাবিতে সুর মিলিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ—সিডিউল উপেক্ষা করে ইচ্ছে মতো কাজ করা হচ্ছে এবং এই দুর্নীতির সঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানসহ অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সদস্যরা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। তিনি প্রশ্ন তোলেন, সরকারি পরিকল্পনার অর্থ ব্যয় হলেও কাজের মান কোথায়? গ্রামবাসীদের স্বার্থে তদন্ত ও যথাযথ কাজ নিশ্চিত করার দাবি জানান তিনি।এদিকে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সেখপুরার কংগ্রেসের এক পঞ্চায়েত সদস্য প্রতিনিধিসহ তৃণমূল পরিচালিত এনায়েতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। তাঁদের বক্তব্য, "নিম্নমানের কাজ কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। সরকারি নির্দেশিকা মেনেই কাজ করতে হবে ঠিকাদারকে। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে এবং প্রয়োজন হলে কাজের মান পরীক্ষা করা হবে।"এ ঘটনায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। কাজ বন্ধ থাকায় প্রকল্পের অগ্রগতি আটকে গেছে। গ্রামবাসীরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন—যতদিন পর্যন্ত সরকারি মান বজায় রেখে কাজ না হয়, ততদিন তাঁরা কাজ শুরু করতে দেবেন না। স্থানীয় মানুষের দাবি, তদন্ত করে প্রকৃত দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সরকারি প্রকল্পের স্বচ্ছ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। লিচপিট নির্মাণকে কেন্দ্র করে পঞ্চায়েত রাজনীতিতে উত্তাপ বাড়ছে। অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ এবং আশ্বাসের মাঝেই নজর এখন প্রশাসনের পদক্ষেপের দিকে।

সিনেমার খবর

কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ হৃতিক রোশান পরিবারের, কী এমন হলো তাদের?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেতা হৃতিক রোশান ব্যবসা ও সম্পত্তির পরিমাণ নিয়েও বারবার খবরের শিরোনামে উঠে এসেছেন । এবার বিপুল পরিমাণ খরচ করলেন বিনিয়োগের জন্য।

বড়সড় বিনিয়োগ করল রোশন পরিবার। শুধু অভিনয় নয়, ব্যবসা ও সম্পত্তির পরিমাণ নিয়েও বারবার খবরের শিরোনামে উঠে এসেছেন হৃতিক রোশন। এবার বিপুল পরিমাণ খরচ করলেন বিনিয়োগের জন্য। ফ্ল্যাট, বাড়ি কিংবা বাংলো নয়— এবার বেশ কয়েকটি অফিস ইউনিট কিনলেন হৃতিক ও তার পরিবার। মুম্বাই শহরের আন্ধেরি এলাকায় ২৭ কোটি টাকা বিনিয়োগ করল রোশন পরিবার। ইতোমধ্যে রেজিস্ট্রেশনও হয়ে গেছে।

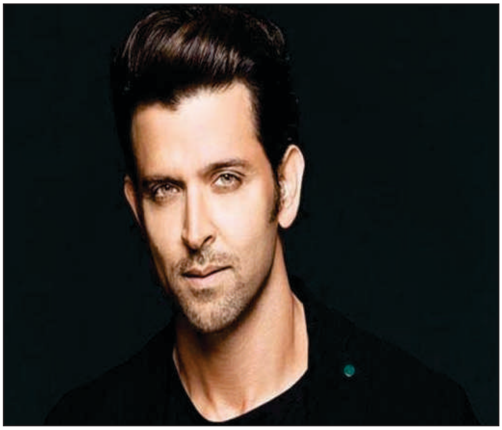

রাকেশ রোশান ও পিঙ্কি রোশান পাঁচটি অফিস ইউনিট কিনেছেন ১৯.৬৮ কোটি টাকা দিয়ে। এর রেজিস্ট্রেশন হয়েছে গত ১৯ নভেম্বর। এই পাঁচটির মধ্যে প্রথম দুটির মালিকানা রাকেশের। ১২৫৯ ও ১০৮৯ বর্গফুটের এই দুই অফিস ইউনিটের দাম যথাক্রমে ৩.২৭ কোটি টাকা ও ২.৮৩ কোটি টাকা। গাড়ি রাখার জায়গাও রয়েছে সঙ্গে।

বাকি তিনটি অফিস ইউনিটের মালিকানা রয়েছে পিঙ্কি রোশানের কাছে। ১৮৬৯, ২০৩৩, ১৩২২ বর্গফুটের এই অফিস ইউনিটগুলির দাম যথাক্রমে ৪.৮৫ কোটি, ৫.২৮ কোটি ও ৩.৪৩ কোটি টাকা। বড় অঙ্কের টাকা দিয়ে স্ট্যাম্প ডিউটি সেরেছেন তারা। সব মিলিয়ে ২৭ কোটি টাকার বেশি খরচ হয়েছে। তবে হৃতিকের সরাসরি কোনো খরচ হয়েছে কিনা তা এখনো স্পষ্ট নয়।

উল্লেখ্য, গত কয়েক বছরে বলিউড তারকারা বহুতল ও বাড়ি কেনাবেচার বিষয়ে বড় বিনিয়োগ করেছেন। কিছু দিন আগেই মুম্বাইয়ের গোরেগাঁওয়ে নিজের একটি অফিসবাড়ি ভাড়া দিয়েছেন কাজল। এই অফিসবাড়ি ভাড়া দিয়ে মাসে ৬.৯ লাখ টাকা পান কাজল। গোরেগাঁওয়ের এই অফিস ১৮১৭ বর্গফুটের। সঙ্গে রয়েছে একটি গাড়ি রাখার জায়গাও। চলতি নভেম্বর মাস থেকেই ৯ বছরের চুক্তিতে এই অফিস ভাড়া দিয়েছেন কাজল।

স্মরণসভায় দেখা মেলেনি ধর্মেন্দ্রর দুই মেয়ের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গত ২৪ নভেম্বর মারা যান বলিউডের কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্র। তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার আগে তার মৃত্যুর খবর ছিল গোপন। পরে বৃহস্পতিবার অভিনেতার দুই ছেলে সানি ও ববি দেওলের পক্ষ থেকে স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। কিন্তু সেখানে অনুপস্থিত ছিলেন অভিনেতার দ্বিতীয় স্ত্রী হেমা মালিনী ও তার দুই মেয়ে অহনা ও এশা দেওল।

সানি-ববির আয়োজন করা স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন বলিউডের বড় বড় তারকারা। উপস্থিত ছিলেন ধর্মেন্দ্রের প্রথম স্ত্রী প্রকাশ কৌর। সানি-ববির দুই

বোন অজিতা ও বিজয়েতাও ছিলেন। তবে হেমা মালিনীর অনুপস্থিতি উঠে আসে চর্চায়। যদিও পরে গোবিন্দ-পত্নী সুনীতা আহুজা জানান, হেমা মালিনী তার বাড়িতে আলাদা করে ধর্মেন্দ্রের জন্য পূজা ও গীতাপাঠের ব্যবস্থা করেছেন।

ধর্মেন্দ্র ও হেমা মালিনীর বিয়ের পর থেকেই তাদের সম্পর্ককে নিয়ে নানা আলোচনা ছিল। দীর্ঘদিন ধরে অভিনেতার পাঞ্জাবের বাড়িতে হেমার যাতায়াত ছিল না বলেও ভারতীয় সংবাদমাধ্যম উল্লেখ করেছে। জীবনের শেষ সময় ধর্মেন্দ্র মূলত প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে থাকলেও মাঝেমধ্যে হেমা মালিনীর সঙ্গেও সময় কাটাতেন।

হেমা মালিনী আগেও জানিয়েছেন, কারও জীবনে অশান্তির কারণ হতে চান না তিনি। তার উপস্থিতিতে পরিবারে অস্বস্তি তৈরি হলে তিনি সরে দাঁড়ান- এমন কথাও বিভিন্ন সময়ে বলেছেন এই বর্ষীয়ান অভিনেত্রী।

দুপুরের খাবারের পর রান্নাঘরে তালা দেন মনোজ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেতা মনোজ বাজপেয়ি প্রায় তিন দশকের কর্মজীবন শুরু করেছিলেন ধারাবাহিক দিয়ে। এরপরে নাম লেখান সিনেমায়। তবে বর্তমানে ওটিটির অন্যতম চর্চিত অভিনেতা মনোজ বাজপেয়ি। সম্প্রতি তার ‘ফ্যামিলি ম্যান ৩’ মুক্তি পেয়েছে।

৫৬ বছর বয়সে এখনো ছিপছিপে সুঠাম দেহের অধিকারী এ অভিনেতা। মুখে নেই কোনো বলিরেখার চিহ্ন, যার নেপথ্যে রয়েছে তার জীবনযাপনের দীর্ঘ ইতিহাস। ১৪ বছর ধরে রাতের খাবার খান না বলে সিনেমার প্রচার অনুষ্ঠানে এসে জানিয়েছেন মনোজ বাজপেয়ি।

অভিনেতার কথা শুনলে মনে হবে তিনি কৃচ্ছসাধন করছেন। এত বছর ধরে রাতের খাবার না খেয়ে থাকছেন। তবে অভিনেতা নিজের ইচ্ছায় এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তার শরীর ঠিক রাখার জন্যই এমনটা করেন তিনি। সূর্যাস্তের পর তার বাড়ির রান্নাঘরে চুলা জ্বলে না। তবে ব্যতিক্রমী কিছু সময় রয়েছে।

মনোজ বাজপেয়ি বলেন, আমি আমার দাদুকে দেখেছি— ছিপছিপে শরীর। আমি নিজেও তেমন চেহারা চেয়েছি সবসময়। তাই দুপুর ৩টার পর আর কিছু মুখে দেই না। তাই আজ ১৪ বছর ধরে রাতে খাই না। আমাদের বাড়ির রান্নাঘর বন্ধ হয় দুপুরে। শুধু মেয়ে বাড়িতে এলে রাতের রান্না হয় বলে জানান এ অভিনেতা।

যদিও অভিনেতা সকালের খাবার ও দুপুরের খাবার ফাঁকি দেন না। সেই সময় যতটা সম্ভব খেয়ে নেন তিনি। তার পরের ১২ ঘণ্টা আর কোনো খাবার মুখে তুলেন না বলে জানান মনোজ বাজপেয়ি।

চোট নিয়ে খেলেও নেইমারের গোল-অ্যাসিস্ট, স্বস্তির জয় পেল সান্তোস

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চোটের কারণে চিকিৎসকদের পরামর্শ ছিল বিশ্রামের। কিন্তু দলের প্রয়োজন ছিল পূর্ণ তিন পয়েন্ট। তাই নিজের চোটের পরোয়া না করে মাঠে নেমে গেলেন নেইমার। শুরুতে গোল আর শেষে অ্যাসিস্ট করে দলকে এনে দিলেন দুর্দান্ত জয়।

ব্রাজিলের সিরি আ'র ম্যাচে শনিবার বাংলাদেশ সময় সকালে স্পোর্টকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে নেইমারের সান্তোস। ম্যাচে একটি করে গোল ও অ্যাসিস্ট করেন নেইমার। অন্য গোলটি আত্মঘাতী হিসেবে পায় নেইমারের দল।

এই জয়ে অবনমন শঙ্কা এড়িয়ে আপাতত কিছু সময়ের জন্য নিরাপদে আছে সান্তোস। ৩৬ ম্যাচে ৪১ পয়েন্ট নিয়ে তারা উঠে এসেছে ১৫ নম্বরে। সমান ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে সবার নিচে এরই মধ্যে অবনমন নিশ্চিত হওয়া স্পোর্ট।

রেলিগেশন শঙ্কা অবশ্য পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি সান্তোস। বাকি দুই ম্যাচে পূর্ণ ৬ পয়েন্ট পেতে হবে তাদের। পাশাপাশি আশায় থাকতে হবে, টেবিলের নিচের দলগুলো যেন পূর্ণ পয়েন্ট না পায়। নয়তো পূর্ণ ৬ পয়েন্ট পেলেও অবনমিত হয়ে যেতে পারে সান্তোস।

বাঁচা-মরার এই অবস্থা দেখেই মূলত নিজের চোটের তোয়াক্কা করেননি নেইমার। চিকিৎসকের পরামর্শ উপেক্ষা করে মাঠে নেমে তিনিই দলের জয়ের নায়ক। তার ঝলকেই টানা চার ম্যাচ জয়হীন থাকার পর অবশেষে আনন্দের সুযোগ পেল সান্তোস।

ম্যাচের ২৫ মিনিটে ডি-বক্সের মুখ থেকে বাম পাশে নেইমারকে খুঁজে নেন গুইলেরমে অগাস্তো। ডান পায়ে নিচু করে নেওয়া বাঁকানো শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার। মিনিট দশেক পর আত্মঘাতী গোল পেলে লিড বাড়ে তাদের।

আর দ্বিতীয়ার্ধে ৬৭ মিনিটের সময় নেইমারের কর্নার থেকে লাফিয়ে উঠে করা হেডে দলের জয় নিশ্চিত করে দেন হোয়াও শিমিট। ৩-০তে এগিয়ে যাওয়ার পরও আরও ২০ মিনিটের বেশি সময় মাঠে ছিলেন নেইমার। নির্ধারিত ৯০ মিনিটের একদম শেষ দিকে তাকে উঠিয়ে নেন সান্তোস কোচ।

সৌদিতে ৩৫ দেশের নারী ক্রিকেটারদের নিয়ে টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

খেলাধুলায় শক্ত অবস্থান গড়ে তুলতে সৌদি আরব যে ধারাবাহিকভাবে বড় বিনিয়োগ করছে, তা আর নতুন কিছু নয়। ফুটবল, মোটরস্পোর্টের পর এবার দেশটি পেশাদার নারী ক্রিকেটেও পা রাখছে। নতুন এই উদ্যোগ তাদের ক্রীড়াঙ্গনে বৈচিত্র্য ও বিস্তারের আরেকটি বড় পদক্ষেপ।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ফেয়ারব্রেক ও সৌদি ক্রিকেটের যৌথ উদ্যোগে ২০২৬ সাল থেকে সৌদি আরবে শুরু হবে উইমেনস ওয়ার্ল্ড টি-টোয়েন্টি চ্যালেঞ্জ—দেশটির প্রথম পেশাদার নারী ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। এক যৌথ বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

বিবিসি স্পোর্টস জানিয়েছে, টুর্নামেন্টে অংশ নেবে ৩৫টিরও বেশি দেশের নারী ক্রিকেটার। প্রথম আসরটি চলবে দুই সপ্তাহব্যাপী এবং সম্ভাব্য সময় সেপ্টেম্বার বা অক্টোবর।

ফেয়ারব্রেকের নীতি অনুসারে খেলোয়াড় বাছাই হবে নিলাম ছাড়া, নির্বাচক প্যানেলের সিদ্ধান্তে। প্রতিযোগিতায় থাকবে ৬টি দল, প্রতিটিতে ১৫ জন করে ক্রিকেটার। পুরো টুর্নামেন্টে হবে ১৯টি ম্যাচ—রাউন্ড-রবিন পর্ব, এরপর দুটি সেমিফাইনাল এবং একটি ফাইনাল।

খেলোয়াড়দের বেতন কাঠামো এখনো চূড়ান্ত নয়, তবে ধারণা করা হচ্ছে—৩ বা ৪ স্তরের স্যালারি ক্যাটেগরি থাকবে। সেরা পারফর্মাররা দ্য হান্ড্রেড বা উইমেনস বিগ ব্যাশ লিগের সমমানের বেতন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

নারী ক্রিকেটে নতুন এই আসর আয়োজনের মধ্য দিয়ে ক্রিকেট মানচিত্রে সৌদি আরবের উপস্থিতি আরও শক্তিশালী হবে। এর আগে ২০২৪ সালে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল আইপিএলের নিলাম। ভবিষ্যতে ইউএই'র আইএল টি-টোয়েন্টির কিছু ম্যাচও সৌদিতে আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।

নারীকে ঘুষি মেরে মোবাইল ছিনতাই, তিন বছরের জেল আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ব্রিটেনের স্বায়ত্তশাসিত দীপ জার্সিতে বিশ্বকাপ চ্যালেঞ্জ লিগ খেলতে গিয়ে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়ের জন্ম দিলেন পাপুয়া নিউ গিনির (পিএনজি) উইকেটকিপার-ব্যাটার কিপলিন ডোরিগা। এক নারীকে ঘুষি মেরে তার মোবাইল ছিনতাইয়ের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন তিনি। ৩০ বছর বয়সী দোরিগাকে তিন বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন জার্সির রয়্যাল কোর্ট।

২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের আওতাধীন চ্যালেঞ্জ লিগে খেলতে জার্সিতে যান। সেখানে ডেনমার্ক ও কুয়েতের বিপক্ষে ম্যাচ খেলেন তিনি। আরও কয়েকটি ম্যাচ খেলার কথা থাকলেও তখন তিনি ডাকাতির ঘটনায় জড়িয়ে পড়েন। পুলিশের হাতে আটক হওয়ায় কেনিয়া ও স্বাগতিক জার্সির বিপক্ষে দোরিগা খেলতে পারেননি।

ঘটনা গত ২৫ আগস্টের। সেইন্ট হেলিয়েরের হিলারি স্ট্রিটে রাত আড়াইটার কাছাকাছি সময়ে নিজের টিম হোটেলে ফিরছিলেন ডোরিগা। পুলিশের ভাষ্যমতে, তখন এক নারীকে ঘুষি মেরে মাটিতে ফেলে দেন ডোরিগা। তখন মোবাইলও ছিনিয়ে নেন তিনি।

সেদিনই আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে আটক হন জাতীয় দলের হয়ে ৩৯টি ওয়ানডে ও ৪৩টি টি-টোয়েন্টি খেলা ডোরিগা। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর জার্সির মেজিস্ট্রেট কোর্টে তার বিরুদ্ধে ডাকাতির মামলা করে পুলিশ। পরে ২৭ আগস্ট শুনানিতে নিজের দোষ স্বীকার করে নেন ডোরিগা। তদন্তের আনুষ্ঠানিকতা সেরে এবার প্রায় তিন মাস পর সাজার ঘোষণা দিয়েছেন জার্সির রয়্যাল কোর্ট।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR